যুগান্তর

তারিখ 17 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ড. নুরুন নাহার বেগম

মানবিক গুণসম্পন্ন শিক্ষক চাই

চটাস চটাস। সুচিত্রা জানাল, ওই স্যার আমাদের ভূগোল পড়াবেন। আমার মনে হচ্ছিল অজ্ঞান হয়ে যাব। গলা শুকিয়ে গেল। হঠাৎ ক্লাসে তাকিয়ে দেখি স্যার অন্যদিকে তাকিয়ে পড়া নিচ্ছে। আমি বেঞ্চের নিচ দিয়ে বের হয়ে দিলাম দৌড়— জীবনের শ্রেষ্ঠ দৌড় স্কুল পালানোর দৌড়। স্কুল পালালে যে রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না, সেদিন অজান্তেই স্কুল পালিয়ে আমি তা প্রমাণ করেছিলাম।

বাসায় এসে অনেক কান্না করলাম। বললাম, স্কুলে যাব না। অবশেষে আব্বা আমাকে নিয়ে পরদিন স্কুলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। হেড স্যার আব্বার পরিচিত ছিলেন। সব শুনে তিনি হাসলেন, আমাকে আদর করলেন, বললেন তিনি সব্বাইকে বলে দেবেন আমাকে যেন কেউ না মারে। শুধু তাই নয়, একই শ্রেণীর শিক্ষার্থী তার মেয়ে ঝর্নাকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন— বললেন আজ থেকে তোমরা দু'জন বন্ধু। সেই থেকে ঝর্নার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব দীর্ঘ ৩৫ বছরেরও বেশি। আমি পৃথিবীর এক প্রান্তে আর ঝর্না অপর প্রান্তে— আমাদের দেখা হয় না; কিন্তু বুকের ভেতর কোথায় যেন তার জন্য টান অনুভব করি। যার হাত ধরে আমার স্কুলভীতি দূর হয়েছিল, ছোটবেলার সেই বন্ধুকে ভুলি-ই বা কী করে! যে মহান শিক্ষক স্কুলকে আমার জন্য অভয়ারণ্য করেছিলেন, তিনি জনাব ফজলুল হক অনেক আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন; কিন্তু আমার মাঝে তিনি বেঁচে আছেন— কেননা প্রকৃত শিক্ষক কখনও মরে না।

আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন আরেকজন ভয়ংকর শিক্ষক পেয়েছিলাম। শুনেছি তিনি একবার এক ছাত্রকে এমন মেরেছিলেন যে, মার খেতে খেতে ছাত্রটি নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল এবং পরে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল, তিন দিনেও তার জ্ঞান ফেরেনি। ওই শিক্ষকের চোখে-মুখে কেমন যেন একটা খিটমিট ভাব লেগে থাকত সব সময়। আমার এখন মনে হয়, মানসিক ভারসাম্যহীন এ শিক্ষক আর যাই হোক, শিক্ষক আমার বন্ধুর বাবাকে অপদার্থ ছেলে জন্ম দেয়ার জন্য তিরস্কার করেছিল এবং বলেছিল, যদি তার ছেলে এসএসসি পাস করে তাহলে তার হাত দিয়ে তালগাছ গজাবে। আমার সেই বন্ধু কয়েকটি বিষয়ে লেটার মার্কসহ প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করেছিল। পাস করার পর সে ওই শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। স্যার তাকে দেখে গর্বভরে হেসে বলেছিল, কী আমার বকুনিতে মানুষ হয়েছ? উত্তরে সে বলেছিল, না স্যার, মানুষ আমি আগেই ছিলাম, এসেছি আপনার হাতের তালগাছটা দেখতে।

আমার এক পরিচিত ব্যক্তি, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা করেছেন। কোনো আসরে বসলে তার গল্পের বিষয়বস্তু থাকত তিনি কত জাঁদরেল শিক্ষক ছিলেন, তাকে দেখলে ছাত্ররা কীভাবে কাঁপত, তার সহকর্মীরা তাকে কেমন ভয় করত ইত্যাদি। প্রথমত আমার মানবিকবোধ এবং দ্বিতীয়ত আমার শিক্ষা, বিজ্ঞান জ্ঞানের কারণে এ গল্পগুলো হজম করা আমার জন্য খুব কষ্টকর ছিল। গুরুজন হলেও একদিন সাহস করে বলে ফেললাম— মানুষ কখনও মানুষকে ভয় পায় না, ভয় পায় পশু ও দানবকে, আপনার শিক্ষার্থীরা বা সহকর্মীরা কি আপনাকে কখনও মানুষ হিসেবে দেখেছে?

আসলে মনুষ্যত্ববিহীন শিক্ষকরা আমাদের মতো জবাবদিহিতাশূন্য সমাজে চাকরি নিয়ে বাঁচতে পারে, মাস শেষে বেতন তুলতে পারে, বুক ফুলিয়ে গল্পও করতে পারেন, হয়তো বা রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি করে ক্ষমতা দেখাতে পারে কিংবা পুরস্কারও পেতে পারে; কিন্তু শিক্ষার্থীদের মণিকোঠায় কখনও সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে না, বন্ধু হতে পারে না। উন্নত শিক্ষাগুরু হওয়ার জন্য উন্নত গুণাবলি দরকার। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষকের মধ্যে আজ উন্নত গুণাবলির বড়ই অভাব।

ড. নুরুন নাহার বেগম : *সহযোগী অধ্যাপক, ইস্ট স্ট্রাউডসবার্গ ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া, যুক্তরাষ্ট্র*
nbegumesu@gmail.com.